ধৈর্য **الصبر**

১. হে ঈমানদারগণ তোমরা সবর ও সালাত দ্বারা সাহায্য প্রার্থনা করো।

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اسْتَعِينُواْ بِالصَّبْرِ وَالصَّلاَةِ إِنَّ اللّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ ﴿١٥٣﴾

হে মু'মিনগণ! ধৈর্য ও সালাতের মাধ্যমে তোমরা সাহায্য প্রার্থনা কর। নিশ্চয়ই আলাহ্ ধৈর্যশীলদের সাথে আছেন। সূরা বাকারা ২ঃ ১৫৩

২. আমি তোমাদের পরীক্ষা নেবো ভয়-ভীতি, ক্ষুধা-আহার, এবং অর্থ-সম্পদ, জান-মাল ও ফল-ফসলের ক্ষতির দ্বারা। সবরকারীদের সুসংবাদ।

وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوفْ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الأَمَوَالِ وَالأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ ﴿١٥٥﴾

আমি তোমাদেরকে কিছু ভয়, ক্ষুধা এবং ধন-সম্পদ, জীবন ও ফল-ফসলের ক্ষয়ক্ষতি দ্বারা অবশ্যই পরীক্ষা করিব। তুমি শুভ সংবাদ দাও ধৈর্যশীলগণকে। সূরা বাকারা ২ঃ ১৫৫

الَّذِينَ إِذَآ أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُواْ إِنَّا للَّهِ وَإِنَّـآ إِلَيْهِ رَاجِعونَ ﴿١٥٦﴾

যাহারা তাহাদের উপর বিপদ আপতিত হইলে বলে, 'আমরা তো আলাহ্রই এবং নিশ্চিতভাবে তাঁহার দিকেই প্রত্যাবর্তনকারী।' সূরা বাকারা ২ঃ ১৫৬

أُولَـئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَـئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ ﴿١٥٨﴾

ইহারাই তাহারা যাহাদের প্রতি তাহাদের প্রতিপালকের নিকট হইতে বিশেষ অনুগ্রহ ও রহমত বর্ষিত হয়, আর ইহারাই সৎপথে পরিচালিত। সূরা বাকারা ২ঃ ১৫৭

৩. ঈমানদার ভালো কাজ করনেওয়ালা এবং সত্য ও সবরের উপদেশকারীগণ ক্ষতির মধ্যে নয়।

وَٱلۡعَصۡرِ ﴿١﴾

মহাকালের শপথ, সূরা আসর ১০৩ঃ ১

إِنَّ ٱلۡإِنسَانَ لَفِي خُسۡرٍ ﴿٢﴾

মানুষ অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্ত, সূরা আসর ১০৩ঃ ২

إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّٰلِحَٰتِ وَتَوَاصَوۡاْ بِٱلۡحَقِّ وَتَوَاصَوۡاْ بِٱلصَّبۡرِ ﴿٣﴾

কিন্তু উহারা নয়, যাহারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে এবং পরস্পরকে সত্যের উপদেশ দেয় ও ধৈর্যের উপদেশ দেয় । সূরা আসর ১০৩ঃ ৩

৪. যারা আল্লাহর প্রতি বিনীত-অনুগত, তাদের জন্য সবর ও সালাতের মাধ্যমে সাহায্য চাওয়া কঠিন কাজ নয়।

وَٱسۡتَعِينُواْ بِٱلصَّبۡرِ وَٱلصَّلَوٰةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى ٱلۡخَٰشِعِينَ ﴿٤٥﴾

তোমরা ধৈর্য ও সালাতের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা কর এবং ইহা বিনীতগণ ব্যতীত আর সকলের নিকট নিশ্চিতভাবে কঠিন । সূরা বাকারা ২ঃ ৪৫

৫. সবর, সবরের প্রতিযোগিতা, ঐক্যবদ্ধতা, আল্লাহর ভয়, তোমাদের সফলতা এনে দেবে।

يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱصۡبِرُواْ وَصَابِرُواْ وَرَابِطُواْ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمۡ تُفۡلِحُونَ ﴿٢٠٠﴾

হে ঈমানদারগণ ! তোমরা ধৈর্য ধারণ কর, ধৈর্যে প্রতিযোগিতা কর এবং ঐক্যবদ্ধ থাক, আলাহকে ভয় কর যাহাতে তোমরা সফলকাম হইতে পার । সূরা আলে ইমরান ৩ঃ ২০০

৬. আহলে কিতাবদের (খ্রিস্টান ইহুদীদের) সম্পর্কে বলা হচ্ছে: তারা ঈমান আনলে, সবর করলে, মন্দের মুকাবেলা ভালো দ্বারা করলে, সৎ পথে খরচ করলে তাদের দ্বিগুণ পুরস্কার দেয়া হবে।

أُوْلَـٰٓئِكَ يُؤْتُونَ أَجْرَهُم مَّرَّتَيْنِ بِمَا صَبَرُواْ وَيَدْرَءُونَ بِٱلْحَسَنَةِ ٱلسَّيِّئَةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ﴿٥٤﴾

উহাদেরকে দুইবার পারিশ্রমিক প্রদান করা হইবে, যেহেতু উহারা ধৈর্যশীল এবং উহারা ভালর দ্বারা মন্দের মুকাবিলা করে ও আমি উহাদেরকে যে রিযিক দিয়াছি তাহা হইতে উহারা ব্যয় করে । সূরা আল কাসাস ২৮ঃ ৫৪

৭. ইউসুফ আ:কে কুয়ায় ফেলে তার ভাইয়েরা পিতা ইয়াকুব আ: এর নিকট মিথ্যা বলেছিল যে- ইউসুফ আ:কে নেকড়ে খেয়ে ফেলেছে, তখন ইয়াকুব আ: বলেছিলেন:

فَصَبْرٌ جَمِيلٌ ﴿١٨﴾

আর পূর্ন সবরই উত্তম। সূরা ইউসুফ ১২ঃ ১৮

৮. সবর ও ভালো কাজ করনে ওয়ালাদের কর্মফল বিনষ্ট করা হবে না।

وَٱصْبِرْ فَإِنَّ ٱللَّهَ لاَ يُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿١١٥﴾

তুমি ধৈর্য ধারন কর, কারণ নিশ্চয়ই আলাহ্ সৎকর্মপরায়ণদেও শ্রমফল নষ্ট করেন না । সূরা হুদ ১১ঃ ১১৫

৯. রাসুল সাঃ কে বলা হচ্ছে: আল্লাহর সাহায্যেই তুমি সবর অবলম্বন করতে পেরেছ।

وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلاَّ بِاللهِ وَلاَ تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلاَ تَكُ فِى ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ ﴿١٢٧﴾

তুমি ধৈর্য ধারণ কর, তোমার ধৈর্য তো আলাহ্‌রই সাহায্যে। উহাদের দরুন দুঃখ করিও না এবং উহাদের ষড়যন্ত্রে তুমি মনঃক্ষুন্ন হইও না। সুরা আল নাহল- ১৬ঃ ১২৭

১০. রাসূল সা: কে বলা হচ্ছে: সবর করো, ক্ষমা প্রার্থনা করো, সকাল-সন্ধ্যায় আল্লাহর প্রশংসা করো।

فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللهِ حَقٌّ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَشِىِّ وَالإِبْكَارِ ﴿٥٥﴾

অতএব তুমি ধৈর্য ধারণ কর ; নিশ্চয়ই আলাহ্‌র প্রতিশ্রুতি সত্য, তুমি তোমার ত্রুটির জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর এবং তোমার প্রতিপালকের সপ্রশংস পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর সকাল ও সন্ধ্যায়। সূরা মুমিন ৪০ঃ ৫৫

১১. রাসূল সা: কে বলা হচ্ছে: আগের রাসুলরা যেমন সবর করেছিলো সেরূপ সবর করো; সীমালংঘনকারীদের (ফাসেকদের) অবশ্যই ধ্বংস করা হবে।

فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُوْلُواْ الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ وَلاَ تَسْتَعْجِل لَّهُمْ كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَ مَا يُوعَدُونَ لَمْ يَلْبَثُوٓاْ إِلاَّ سَاعَةً مِّن نَّهَارٍ بَلاَغٌ فَهَلْ يُهْلَكُ إِلاَّ الْقَوْمُ الْفَاسِقُونَ ﴿٣٥﴾

অতএব তুমি ধৈর্য ধারণ কর যেমন ধৈর্য ধারণ করিয়াছিল দৃঢ়প্রতিজ্ঞ রাসূলগণ। তুমি উহাদেও জন্য ত্বরা করিও না। উহাদেরকে যেই বিষয়ে সতর্ক করা হইয়াছে তাহা যেই দিন উহারা প্রত্যক্ষ করিবে, সেই দিন উহাদের মনে হইবে, উহারা যেন দিবসের এক দণ্ডের বেশি পৃথিবীতে অবস্থান করে নাই। ইহা এক ঘোষণা, পাপাচারী সম্প্রদায়কেই ধ্বংস করা হইবে। সূরা আহকাফ ৪০ঃ ৩৫

মুসলিম শরীফ হাদিস:

মুমিনের ব্যাপারটা আশ্চর্যজনক! তার সমস্ত কাজই কল্যাণকর। মুমিন ছাড়া অন্যের ব্যাপার এরূপ নয়। তার জন্য আনন্দের কোন কিছু হলে সে আল্লাহর শোকর করে, তাতে তার মঙ্গল হয়। আবার ক্ষতির কোনো কিছু হলে সে সবার করে, এটাও তার জন্য কল্যাণকর হয়।

তিরমিজি শরীফের হাদিস:

যখন আল্লাহর কোন বান্দার পুত্র সন্তান মারা যায়, তখন আল্লাহ ফেরেশতাদের বলেন: তোমরা কি আমার বান্দার পুত্র সন্তানের প্রাণ নিয়ে এসেছো? ফেরেশতারা বলে: হ্যাঁ। আল্লাহ আবার বলেন তোমরা কি আমার বান্দার প্রাণের টুকরা সন্তানের জান নিয়ে এসেছ? ফেরেশতারা বলে: হ্যাঁ। আল্লাহ বলেন ঐ সময় আমার বান্দা কি বলেছিল? ফেরেশতারা বলে: আপনার বান্দা আপনার প্রশংসা করেছিল, সবর করেছিল, এবং বলেছিল-

إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّـآ إِلَيْهِ رَاجِعونَ

অর্থ: আমরা আল্লাহর জন্য, এবং তাঁর কাছেই আমাদের প্রত্যাবর্তন। আল্লাহ বলেন: আমার বান্দার জন্য বেহেশতে একটা ঘর তৈরি করা এবং সেই ঘরের নামকরণ কর প্রশংসা।